রামধনু

উষা যোশি



নেহরু বাল পুস্তকালয়

রামধনু

উষা যোশি

অনুবাদ
সুনন্দা চৌধুরী

ছবি
মঞ্জুলা পদ্মনাভন



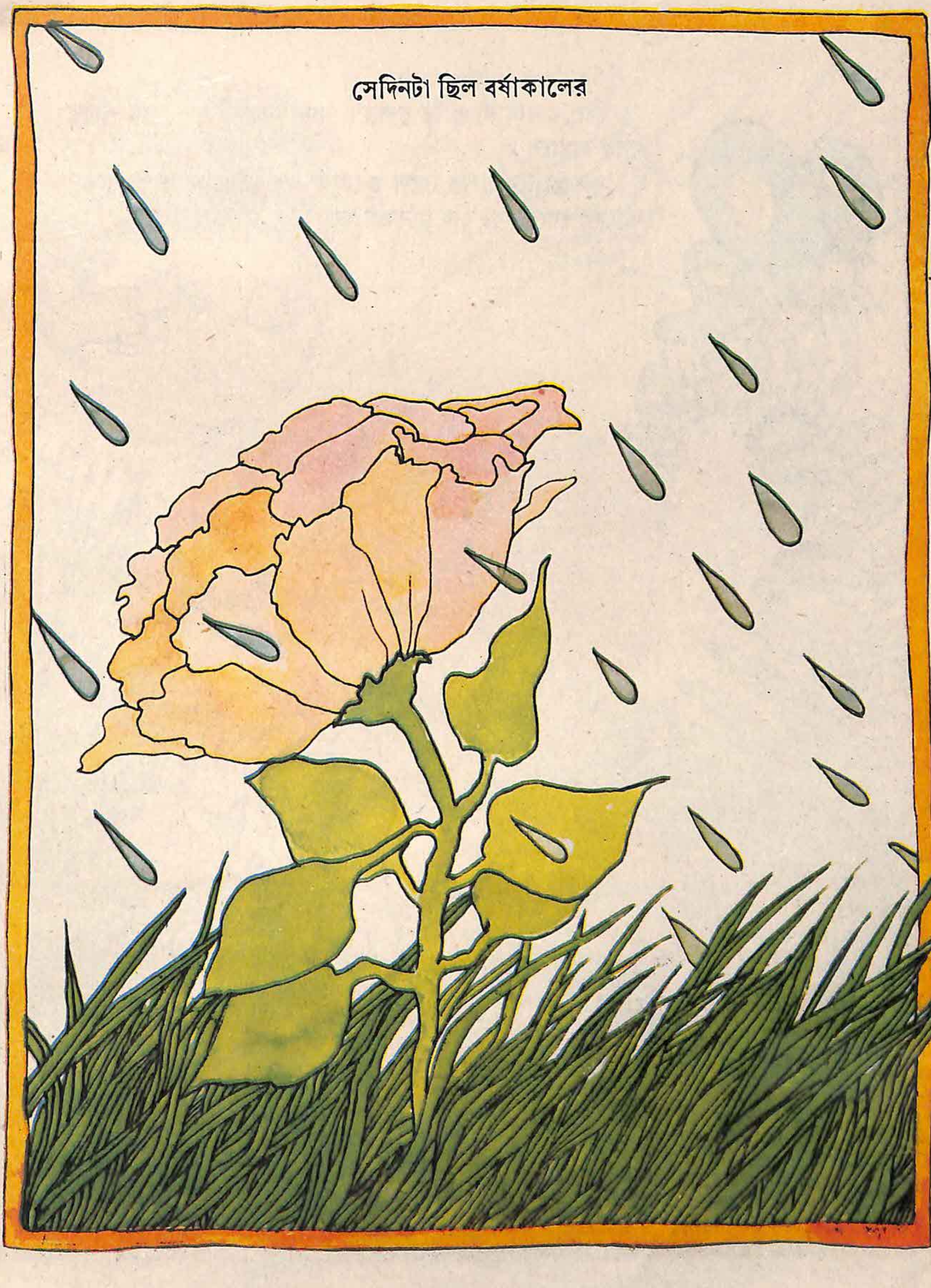
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

1983 (*Saka* 1905)
Reprint 1985 (*Saka* 1907)

THE RAINBOW *(Bengali)*

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016, Printed at Jugnu Offset, 1/11828, Panchsheel Garden, Navin Shahdara, Delhi-110032.

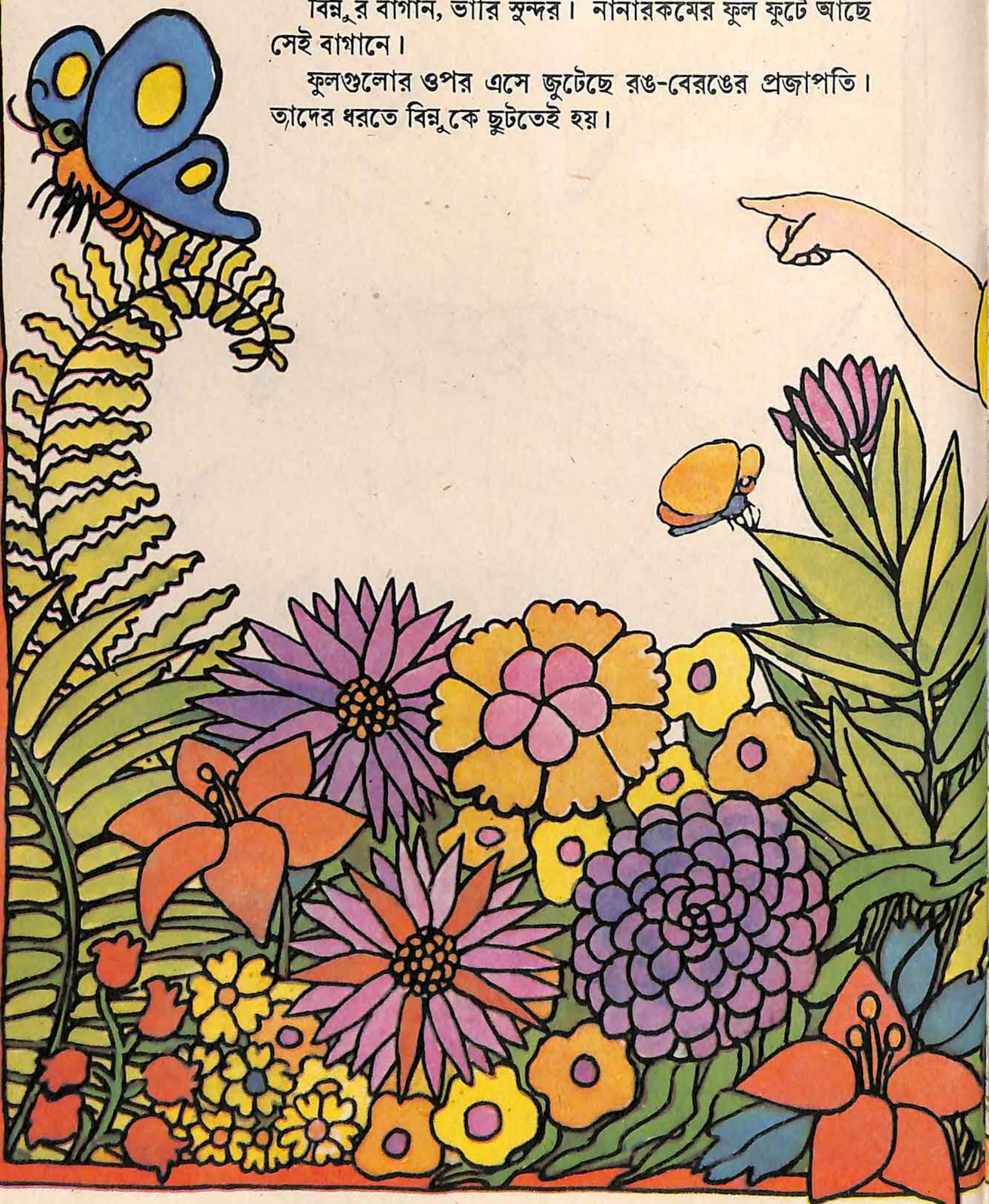
সেদিনটা ছিল বর্ষাকালের

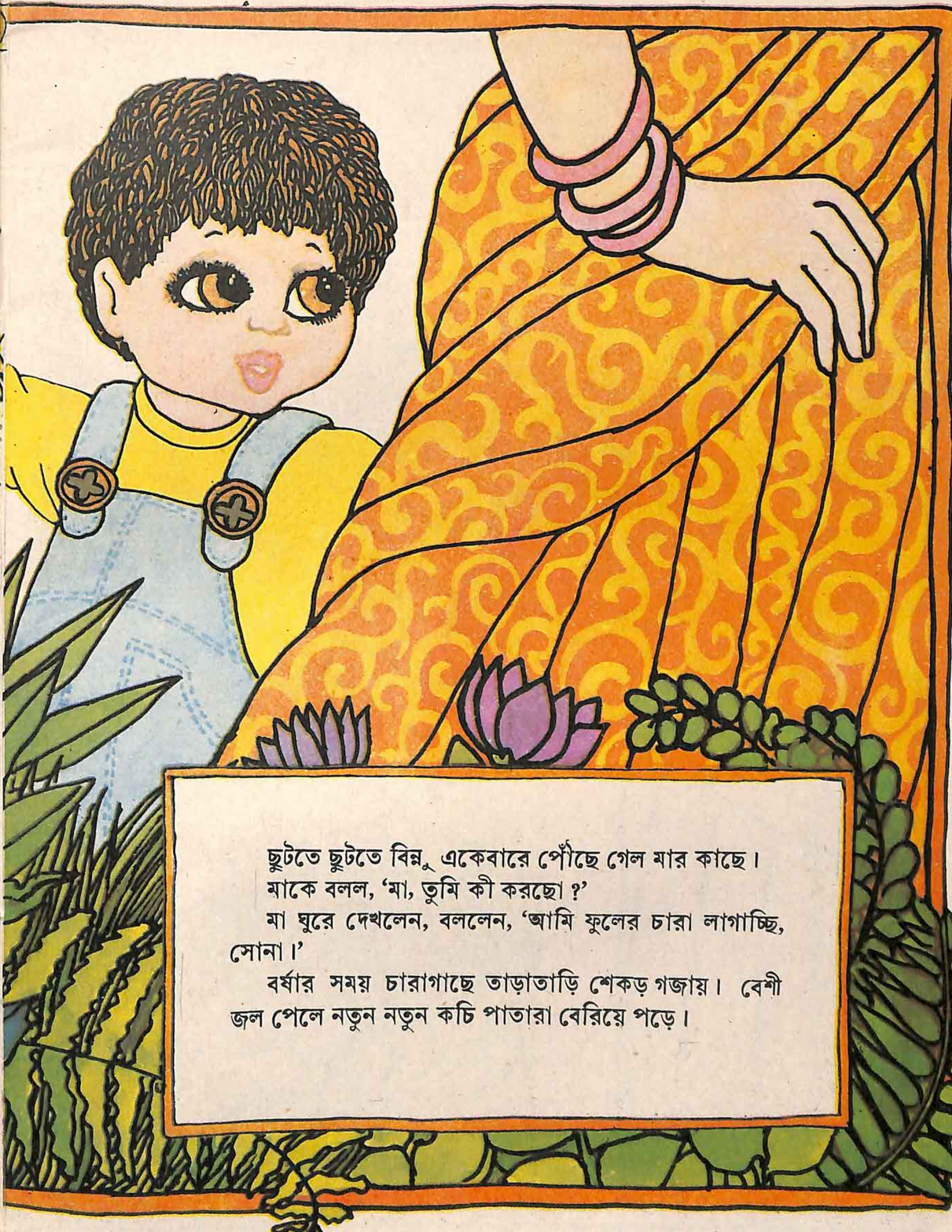


বিন্নু খেলছিল বাগানে।

বিন্নুর বাগান, ভারি সুন্দর। নানারকমের ফুল ফুটে আছে সেই বাগানে।

ফুলগুলোর ওপর এসে জুটেছে রঙ-বেরঙের প্রজাপতি। তাদের ধরতে বিন্নুকে ছুটতেই হয়।





ছুটতে ছুটতে বিন্নু একেবারে পৌঁছে গেল মার কাছে। মাকে বলল, ‘মা, তুমি কী করছো?’

মা ঘুরে দেখলেন, বললেন, ‘আমি ফুলের চারা লাগাচ্ছি, সোনা।’

বর্ষার সময় চারাগাছে তাড়াতাড়ি শেকড় গজায়। বেশী জল পেলে নতুন নতুন কচি পাতারা বেরিয়ে পড়ে।

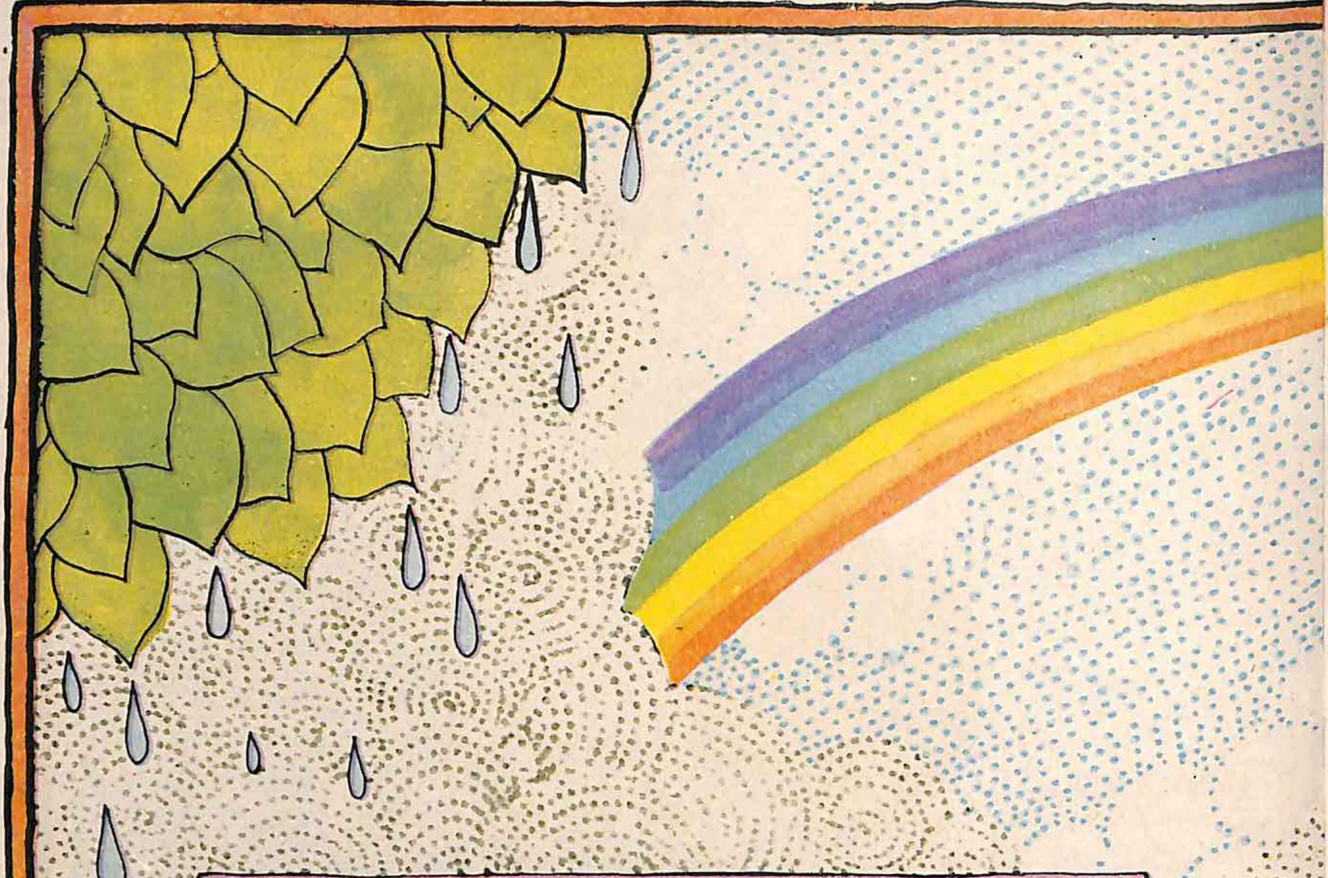




এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল।
বিন্নু ওপরে আকাশের দিকে তাকাল।
কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা আকাশ মেঘে ঢেকে গেল।
শুরু হয়ে গেল টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি।

বিন্নু আর মা এলেন বারান্দায়। কী সুন্দর বৃষ্টি! খুব ভাল লাগছিল দেখতে।

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘের পেছন থেকে উঁকি দিল সূর্য।



বিন্নু আবার ছুটে গেল বাগানে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিন্নু তো অবাক। আকাশের এদিক থেকে সেদিক অবধি সুন্দর সুন্দর রঙের এক বিরাট ধনুক আঁকা।

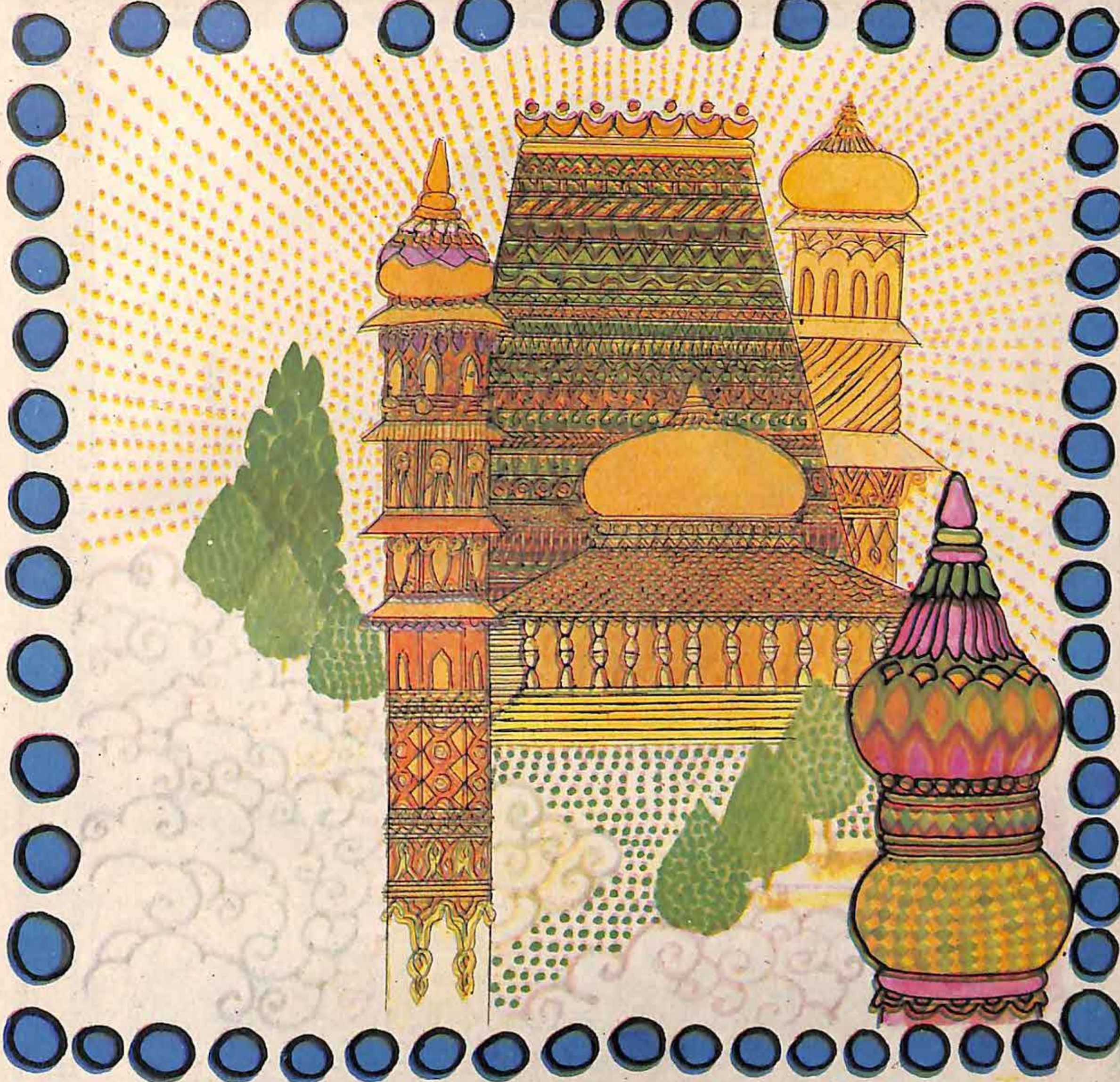
বিন্নু মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, ওটা কী গো?'

মা বললেন, 'ওটা রামধনু। বাতাসে যে জলের ফোঁটা ভাসছে তার ওপর সূর্যের আলো পড়লে এটা দেখা যায়।'

বিন্নু বলল, 'আমায় রামধনুর গল্প বল না, মা।'







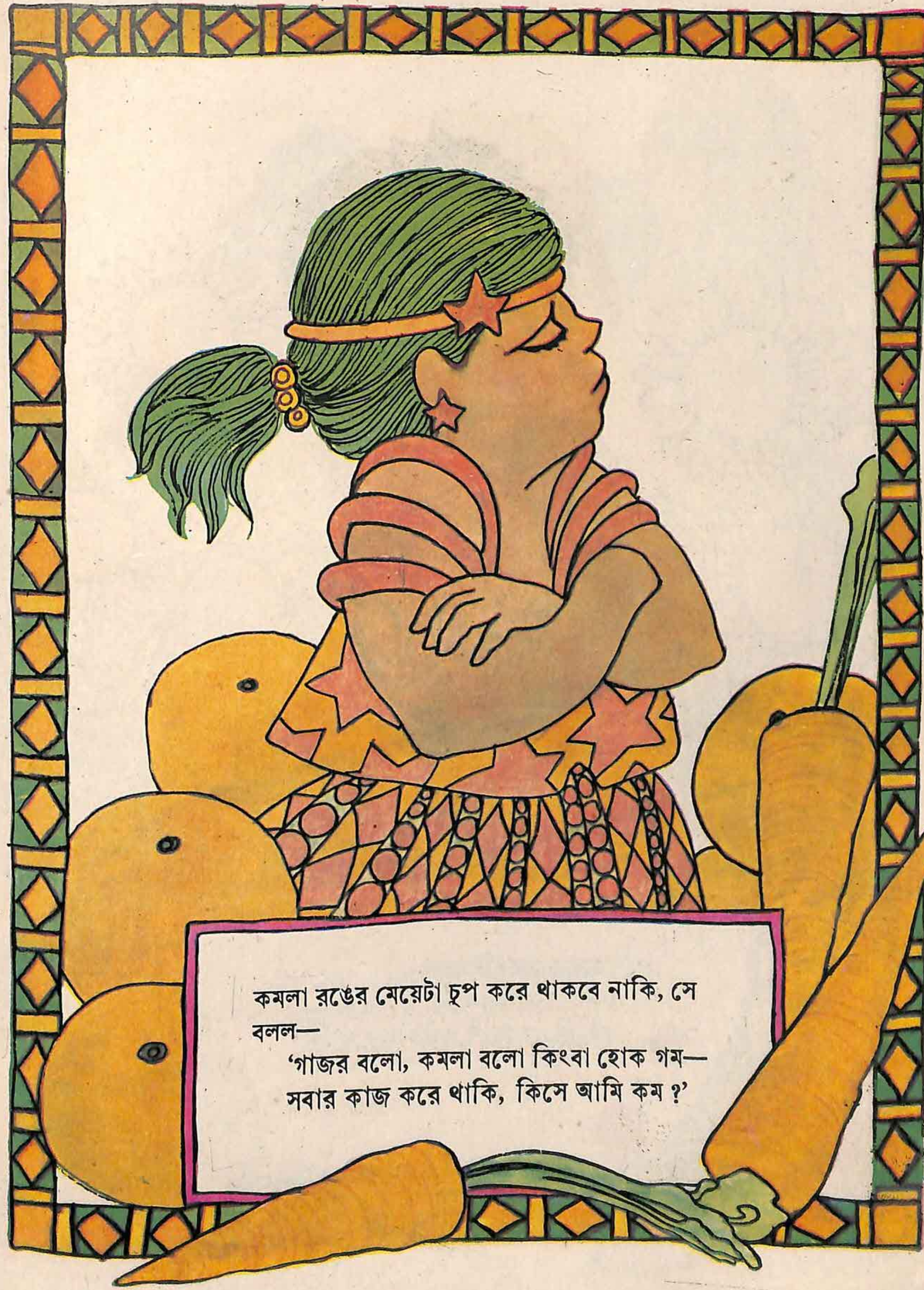
মা গল্প শুরু করলেন, 'রাজা ইন্দ্রের রাজসভায় সাতটি দুষ্টু ছেলেমেয়ে ছিল। তারা সবসময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো।

একবার তাদের মধ্যে কে বড়, কে ভালো—এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। সকলেই বলছিল—'আমি বড়, তুমি না।'



লাল রঙের মেয়েটি বলল—

‘আমিই সেরা, আমিই সেরা, আমাকে পাবে খুঁজে
আপেল, ডালিম, টমাটো আর সবুজ তরমুজে।’

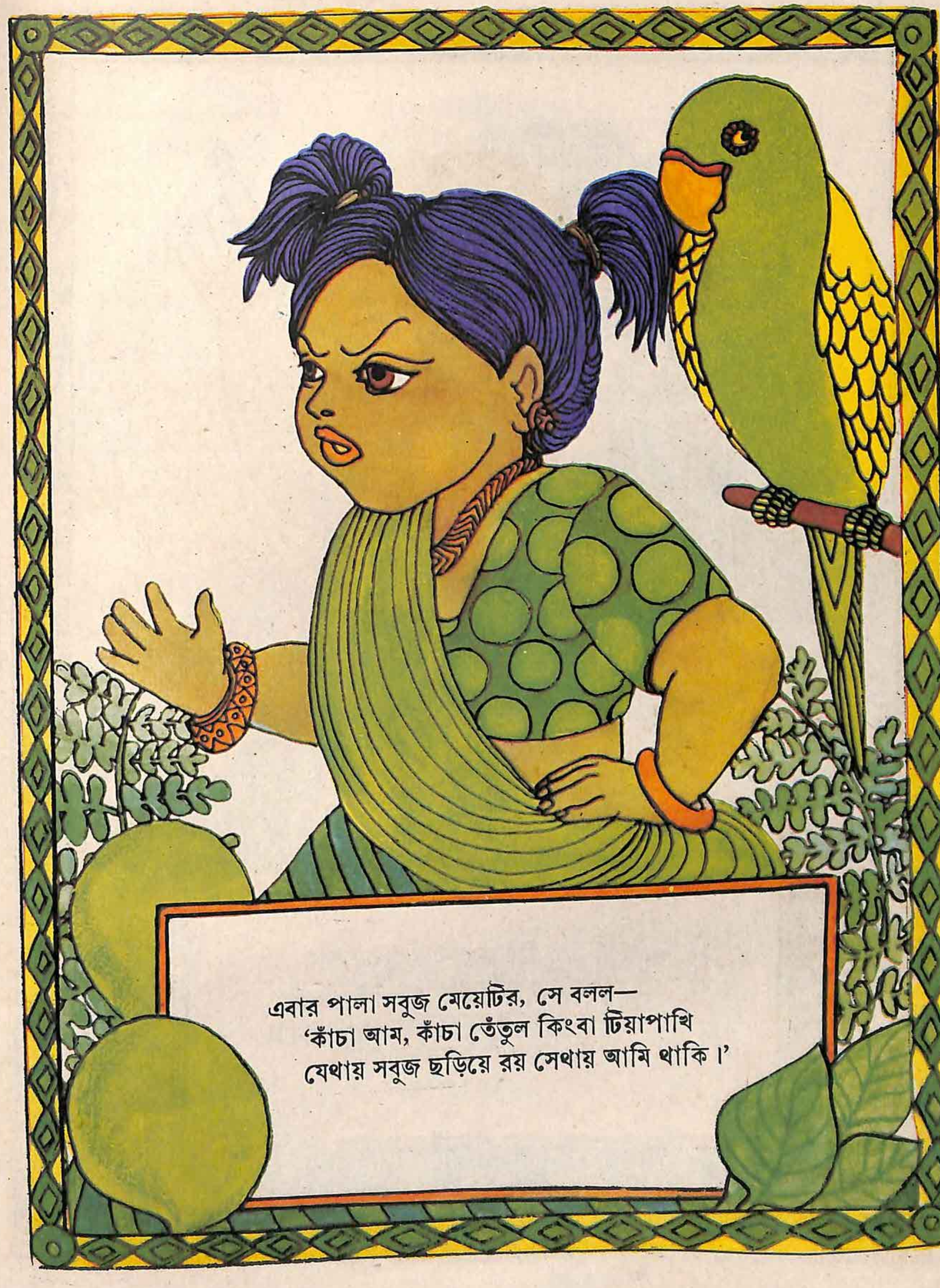


কমলা রঙের মেয়েটা চুপ করে থাকবে নাকি, সে বলল—

'গাজর বলো, কমলা বলো কিংবা হোক গম—
সবার কাজ করে থাকি, কিসে আমি কম?'



হলুদ রঙের ছেলেটি বলল—
কলা, পেয়ারার মতো যতসব ফল—
সূর্যমুখী, গোলাপ সবাই আমার দল।


এবার পালা সবুজ মেয়েটির, সে বলল—
‘কাঁচা আম, কাঁচা তেঁতুল কিংবা টিয়াপাখি
যেথায় সবুজ ছড়িয়ে রয় সেথায় আমি থাকি।’


আকাশ রঙের ছেলেটি বলে উঠল—
‘ওপরে তাকাও ওই যে আকাশ মহান
আমিও বিরাট, আমিও তাহার সমান।’



এরপর ঘন নীল মেয়েটি বলে উঠলো—
‘এই যে ময়ূর, নাচছে ময়ূর,
বইছে যত জল—
আমার রঙে নীল সরোবর,
নীল শতদল।’



এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল বেগুনী ছেলেটি। এবার সে বলল—

'জাম, বেগুন, আঙুরে
ভরে আছে বন,
আমার রঙেই রাঙিয়েছে
ওদের দেহ-মন।'

এইভাবে ওরা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল, তখন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত।

তিনি বললেন, 'তোমরা ঝগড়া করছো কেন? ঝগড়া-টগড়া করতে নেই। ভাল ছেলেমেয়েরা কক্ষনো ঝগড়া করে না।'

শুনে সকলে চুপ। এক এক করে ওরা তখন ইন্দ্রদেবকে ঝগড়া-ঝাটির কারণ বলল। জিজ্ঞেস করল, 'এবার আপনিই বলুন তো, আমাদের মধ্যে সব থেকে ভালো কে?'

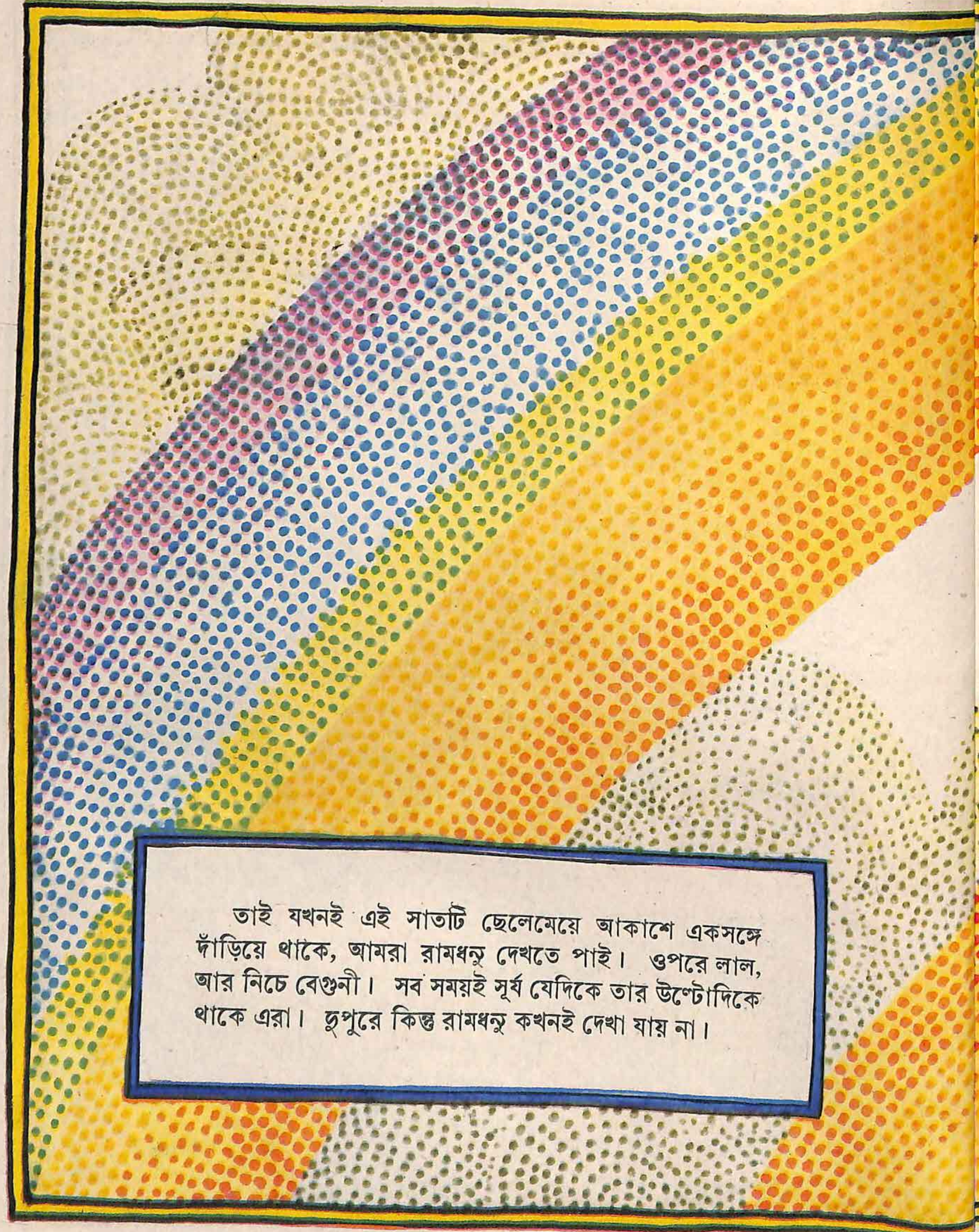




ইন্দ্রদেব হাসলেন। বললেন, 'তোমরা সবাই সমান। মিলে-মিশে হাসি-খুশি থাকলে তোমাদের আরো সুন্দর দেখাবে। তোমরা সকলে মিলে-মিশেই তো রামধনু হয়েছো। কেউ তোমাদের ভাঙতে পারবে না।'

ইন্দ্রদেবের কথা শুনে সবাই খুশি। তখন একে অপরের হাত ধরে একসঙ্গে মনের আনন্দে আকাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

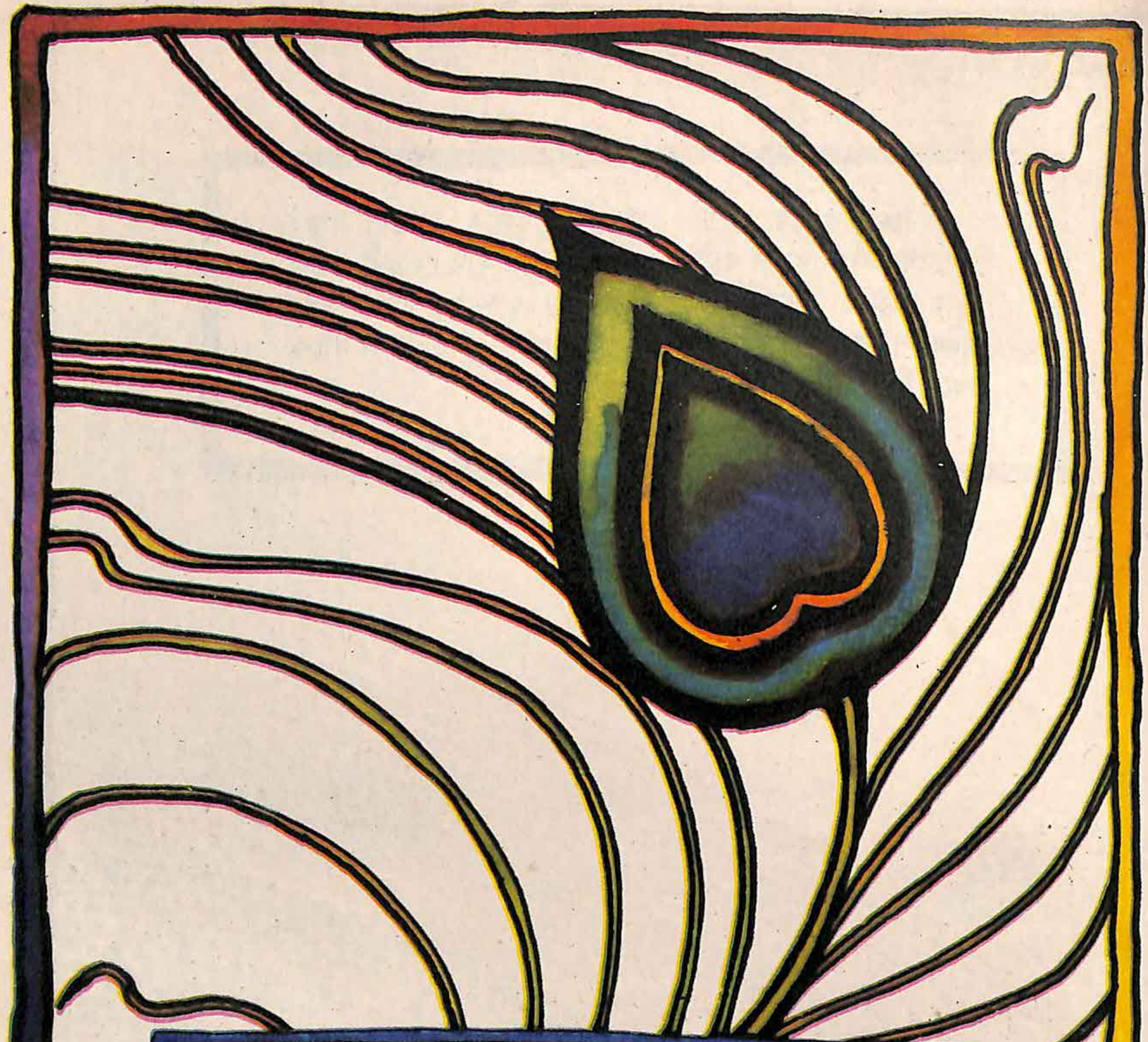




তাই যখনই এই সাতটি ছেলেমেয়ে আকাশে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা রামধনু দেখতে পাই। ওপরে লাল, আর নিচে বেগুনী। সব সময়ই সূর্য যেদিকে তার উল্টোদিকে থাকে এরা। দুপুরে কিন্তু রামধনু কখনই দেখা যায় না।

কখনো কখনো দুটো রামধনুও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত লাল রঙটা থাকে সবার ওপরে, আর বেগুনী থাকে সবার নিচে। কিন্তু যখন দুটো রামধনু একসঙ্গে থাকে তখন রামধনুর রঙের ব্যাপারটাও উল্টে যায়। তখন লাল থাকে সবচে নিচে আর বেগুনী সবচে ওপরে।





রামধনু দেখলে সব শিশুই খুব আনন্দ পায়। ময়ূরও নাচতে শুরু করে। তখন চারদিকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, ওই সাতটি দুষ্টু ছেলেমেয়ে একসঙ্গে মিলে-মিশে খেলছে। কখনো লাল আগে—আর কখনো বা বেগুনী আগে।

nbt

